বণিক বার্তা মঙ্গলবার, মে ৫, ২০২৬ ■ বৈশাখ ২২, ১৪৩৩

North South University Library

সাক্ষাৎকার

নিরাপদ ব্যাংকিং ও গ্রাহকসেবায় মানুষের প্রথম পছন্দ হবে সাউথইস্ট ব্যাংক

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

এমএ কাশেম। দায়িত্ব পালন করছেন সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান হিসেবে। তিন দশক আগে ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। দেশের প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা হিসেবে আশির দশকে দায়িত্ব পালন করেছেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি পদেও। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হিসেবেও চারবার দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। সম্প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠ এ উদ্যোক্তা কথা বলেছেন বণিক বার্তার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ইমামূল হাছান আদনান**

সাউথইস্ট ব্যাংক কেমন আছে?

বর্তমানে স্থিতিশীল, সুসংহত ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে সাউথইস্ট ব্যাংক। দেশের ব্যাংক খাতের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও অস্থিরতার মধ্যেও আমাদের মূলধনের ভিত্তি এবং তারল্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুদৃঢ়। সাউথইস্ট ব্যাংকের ওপর আমানতকারীদের আস্থা অটুট থাকার কারণেই এ অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জিং সময়েও আমরা বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছি। বেশ দক্ষতার সঙ্গে ঝুঁকি মোকাবেলা করায় আমাদের মূলধন ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের অনুপাতও (সিআরএআর) ভালো অবস্থানে আছে। বর্তমানে আমাদের সিআরএআর প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ। শেয়ারবাজারেও আমাদের ভালো অবস্থান তৈরি হয়েছে। ২০২৫ সালে আমাদের শেয়ারপ্রতি আয় ছিল ২ টাকা ৫০ পয়সা, শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য উন্নীত হয়েছিল ২৫ টাকা ৭০ পয়সায়। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, আমাদের খেলাপি ঋণের (এনপিএল) হার কমে ৭ দশমিক ৫১ শতাংশে নেমে এসেছে। বিপরীতে আমাদের কোনো সঞ্চিতি ঘাটতি নেই।

তবে আমরা কেবল ব্যবসায়িক মুনাফার পেছনে অন্ধভাবে ছুটছি না; আমাদের মূল অগ্রাধিকার হলো সম্পদের গুণগত মান রক্ষা করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা। আমরা প্রতিটি বিনিয়োগ ও লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখছি। ফলে সাউথইস্ট ব্যাংক চলমান অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও নিজেদের সুদৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে।

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১